রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ১, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন, ১৪২৫/০১ অক্টোবর, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ আশ্বিন, ১৪২৫ মোতাবেক ০১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৮ সনের ৪৩ নং আইন

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “কর্মকর্তা বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা (খ) এর উপ-দফা (আ), (ই), (ঈ), (উ), (ঊ), (ঋ) ও (এ) তে উল্লিখিত "কর্মকর্তা বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক), (গ), (ঘ) ও (ঢ) তে উল্লিখিত "সংস্থাপন" শব্দের পরিবর্তে "জনপ্রশাসন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব;";

(গ) দফা (ঢ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঢঢ) বোর্ডের পরিচালক;"; এবং

(ঘ) দফা (ত) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ত) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ত) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০ গ্রেড এর কর্মচারীদের কল্যাণ সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১৩ হইতে ১৬ গ্রেড এর কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি এবং ১৭ হইতে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি;"।

৫। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) কোনো কর্মচারীর মৃত্যু হইলে উক্ত কর্মচারীর পরিবারকে যৌথ বীমা বাবদ বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান;"।

৬। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা : —

"(জ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০ গ্রেড এর কর্মচারীদের কল্যাণ সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ১৩ হইতে ১৬ গ্রেড এর কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি এবং ১৭ হইতে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের একজন প্রতিনিধি;"।

৭। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বেতনের শতকরা একভাগ অথবা পঞ্চাশ, টাকা ইহার মধ্যে যাহা সর্বনিম্ন, বেতন হইতে" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "বেতন হইতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কর্মকর্তার" শব্দের পরিবর্তে "কর্মচারীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর দফা (খ) এর—

(ক) দুইবার উল্লিখিত, "তফসিলে উল্লিখিত" শব্দগুলির পরিবর্তে, উভয় স্থানে, "বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) শর্তাংশে উল্লিখিত "মৃত্যুবরণ করিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতনের হারে চব্বিশ মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বা অনূর্ধ ১ (এক) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে অর্থ" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) ও (৪) এ উল্লিখিত "তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর" শব্দগুলির পরিবর্তে "চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৩ হইতে ২০ গ্রেড এর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কর্মকর্তার" শব্দের পরিবর্তে "কর্মচারীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত "কর্মকর্তা ও" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১২। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত "কর্মকর্তা" শব্দের পরিবর্তে "কর্মচারী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর অনুচ্ছেদ (iv) এ, দুইবার উল্লিখিত, "কর্মকর্তা ও" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দফা (খ) এর উপ-দফা (ই) তে "কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী হিসাবে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মরত কর্মকর্তা ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "কর্মচারী সরকারি কর্মচারী হিসাবে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মরত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ২০০৪ সনের ১ নং আইনের তফসিল এর বিলোপ।—উক্ত আইনের তফসিল বিলুপ্ত হইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার

সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd